অন্দর-ভাবনা

মৌসুমী আহমেদ, স্থপতি

‘বাইরে’র জীবন বিসর্জন দিয়ে আসন্ন অবশ্যম্ভাবীর প্রবল আঘাতকে সহনীয় মাত্রায় নামিয়ে আনার অপ্রত্যক্ষ উপায় হিসেবে ‘ঘর’-এ থাকার জীবন যখন শুরু হলো, আমার মতো তুমুল নাগরিকদের পক্ষে তার প্রাথমিক মানসিক অভিঘাতটা ছিলো নেতিবাচক। কারণ, শহুরে প্রাত্যহিকতায় ‘বাহির’ কে অবশ্য-প্রয়োজনের পরিসর – সেটা জীবিকাই হোক বা বিনোদন – আর ‘ঘর’ কে অস্থায়ী বিশ্রামের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম আমরা। অন্যদিকে, বাধ্যতা-মুলক ঘরে থাকার ব্যবস্থাপত্র পাওয়ার পর, সমাজের বিভিন্ন স্তরে ‘ঘর’ এর ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতার প্রসঙ্গ অস্বস্তিকর গলা ব্যথার মতো , গা শিরশিরে জ্বরের মতো, প্রচ্ছন্ন এক অপরাধবোধে আক্রান্ত করে তুললো নিশ্চিন্ত রসদ-সমৃদ্ধ গৃহের এই অধিবাসীকে। তথাকথিত ‘করোনা-ছুটির’ প্রভাবে সীমিত হয়ে যাওয়া আয়-উপায় নিয়ে যে রিকশাচালক এই বিপদসংকুল শহরে অন্তরীন হয়ে ছিলো আড়িয়াল বিলে এবার ধান কাটতে যাওয়া গেলোনা বলে, নিজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী-প্রসূত সচেতনতা-ভারাক্রান্ত সতত-সংযুক্ত-আন্তর্জালিক-তথ্য-বর্ষনের তোড়ে প্লাবিত জীবনটাকেও গভীরতর অর্থে বিচ্ছিন্নতাবোধ, ক্ষনস্থায়ী মনোযোগ আর অগাধ নির্লিপ্তির গহ্বরে অন্তরীন বলে মনে হচ্ছিলো!

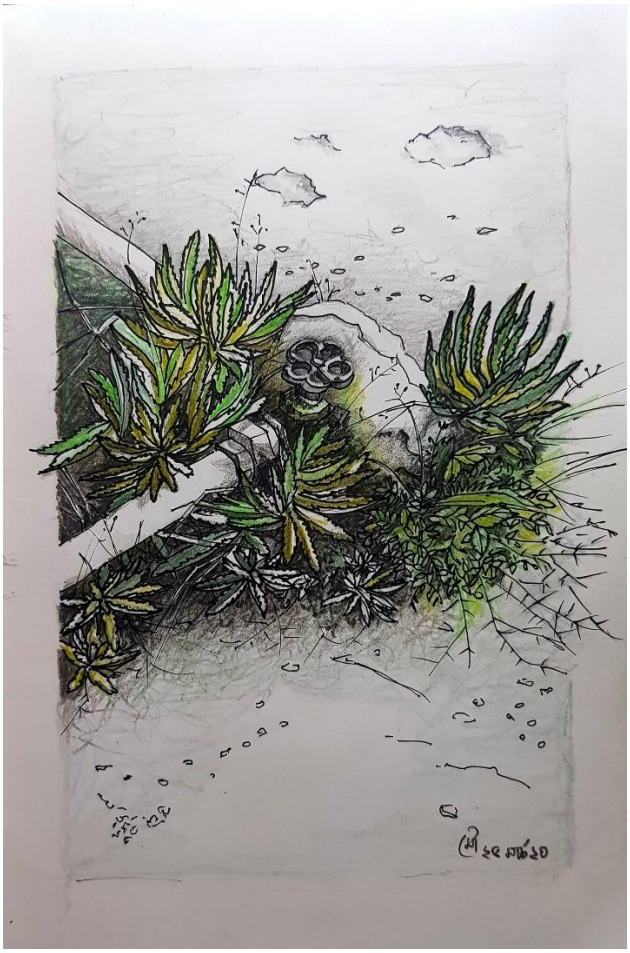

‘An Unusual Bloom’

Mixed media on paper

কিছুদিন কেটে যেতেই ধীরে ধীরে বোঝা গেলো, অতিমারী-পূর্ব এতোদিনকার উদযাপিত এবং প্রবলভাবে বিজ্ঞাপিত জীবন ও পরিসরকে অনুভবের বিচরণক্ষেত্রটি ঘরের ছোট গন্ডিতে সংকুচিত হয়ে পড়লো বলেই অলক্ষ্যে বহমান প্রাণের ধারা আর নির্লিপ্ততায় অদৃশ্য পরিসরগুলো

লক্ষ্য করবার, উপভোগ করবার অবসর প্রশস্ত হয়েছে। আপাতভাবে দুই বিপরীত ব্যাঞ্জনার দ্বান্দ্বিক অবস্থান থেকে সরে এসে ক্রমশ ‘ঘর’-এর ভিতরের পরিসরে নানারকম প্রতিক্রিয়া, প্রতিফলনের দর্পণে ‘বাইরে’র ঘটনাবলীকে অন্যতর স্তরে চেনা জানার সুযোগ হতে থাকে। আমার ঘরের ঠিক বাইরেই পাড়ার গলিটা চৈত্র-মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতায় আলো-ছায়ার গাঢ় কন্ট্রাস্টে যে নির্জন মাদকতাময় গাম্ভীর্য ধরে রাখে, তথাকথিত বাইরের কাজে ব্যস্ত আমি কি এতোদিন তার খোঁজ পেয়েছি? শহর-কেন্দ্রের এই আবাসিক অঞ্চলে উল্লম্ব কংক্রীট গিরিখাতের শেষপ্রান্তে থাকা আকাশের অংশবিশেষ নিজের ভাগবাড়ীটার বারান্দা থেকে সূক্ষকোনী দৃষ্টিকোনে প্রত্যক্ষ করাও সচরাচর হয়ে ওঠেনি।

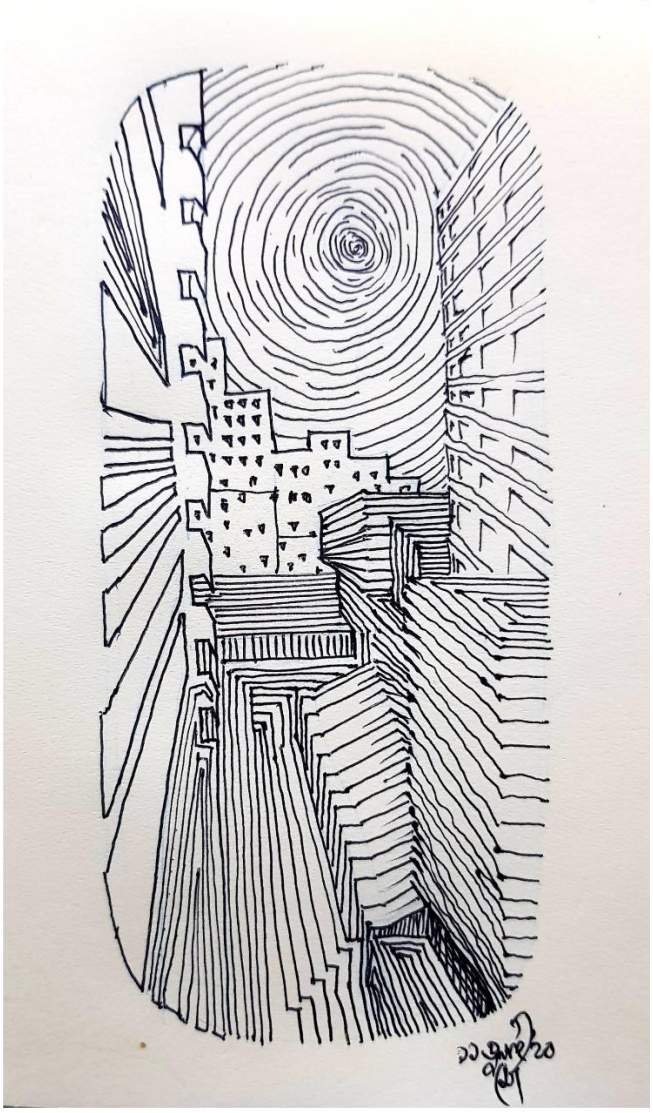

‘The Aperture’

Pen on paper

বহু চিন্তাবিদের মতেই, বাড়ীতে আমরা বসবাস করি আর ‘ঘর’ এর অস্তিত্ব আমাদের মনোজগতে। ‘বাড়ি’ সমাজে আমার অবস্থান নির্দেশক আর ‘ঘর’ এ আমার অনায়াস বিচরণ, অবচেতন বিশ্রাম। তবে ঘরে থাকার সময়কাল বাইরে থাকার তুলনায় কম। আধুনিক মানুষের জীবন প্রকৃত-অর্থে ‘বাইরের’ জীবন, কর্মময় জীবন, যা বিভিন্ন আকার-প্রকারের ‘বাড়ি’-তেই সংঘটিত হয়। এমনকি যার ‘কাজ’ নিজের বাড়ীতে থেকেই সম্পন্ন হয়, সে-ও গতানুগতিক জীবনে ‘ঘরে’ অপেক্ষাকৃত কম সময়ই কাটায় কারণ, বাড়িটা ‘ঘর’-এ রূপান্তরিত হওয়ার অবকাশ পায় বাইরের কাজ শেষ হওয়ার পরে। বাইরের জীবন উদ্বৃত্ত হয়ে উছলে পড়ে ঘরের জীবন কতটা সংকুচিত হয়ে যেতে পারে তা যেন এইবার দৃশ্যমান হল আবশ্যিক বাড়িতে অবস্থানের উপলক্ষ্যে। অন্দর-বাহিরের স্বরূপ ব্যখ্যায় ফরাসি দার্শনিক এর উক্তি এখন প্রাসংগিক হয়ে ওঠে, “ the prison is on the outside” [১]

বাইরের দুয়ার সচেতনভাবে বন্ধ , কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতি পরিবেশ যে নৈমিত্তিক নিয়মে ঘরে প্রবেশ করে বিভিন্ন প্রহরে বিভিন্ন তলে আপতিত হয়! তার-ই প্রভাবে আলো-আঁধার, উষ্ণতা-শীতলতা, শব্দ আর নিস্তব্ধতার দ্বান্দ্বিকতায় রচিত রমনীয়তা অন্দরের অনন্য ব্যাঞ্জনায় গৃহী আমাকে উদ্ভাসিত করলো। এমনকি, বাইরের চেয়েও আরো বাইরে আবহমানকালের যে অবারিত আকাশ, মহাকাশের মহাজাগতিক ঘটনাবলির আভাস দিয়ে যায় প্রতিনিয়ত, সেই বিস্ময়করের প্রতি আমার যথাযোগ্য মনোযোগ চোখ তুলে তাকালো বহুতল ভাগবাড়ির ছাদ থেকেই।

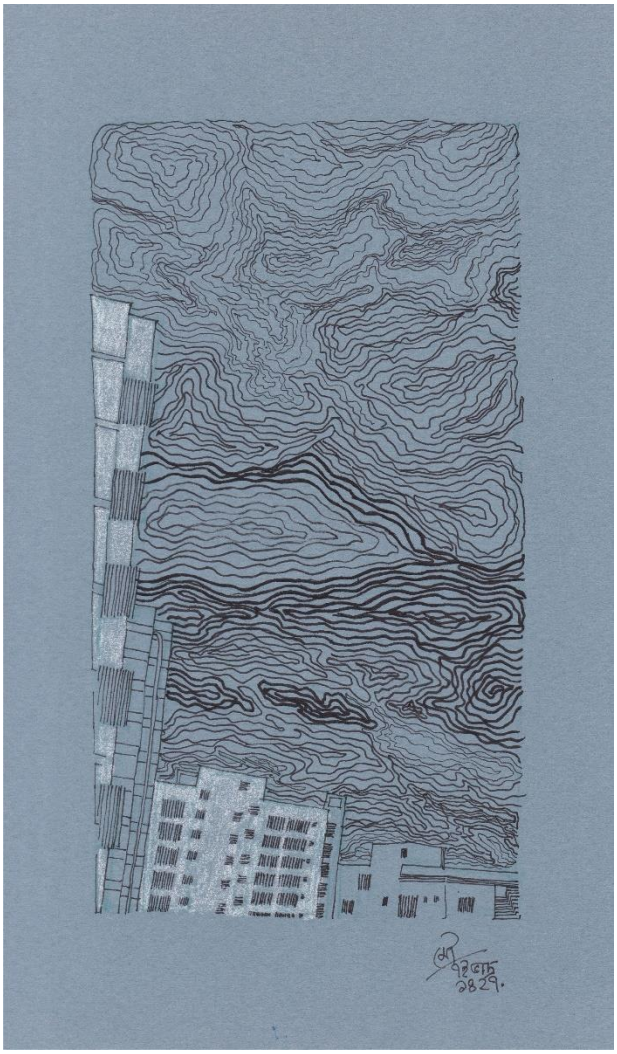

‘Cloudscape’

Pen on Paper

করোনাক্রান্ত অন্তরীন সময়কাল এখন সপ্তম মাসে এসে উপস্থিত। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে ‘নব্য-স্বাভাবিকতা’র দিকে যাত্রায় ঘরের জীবনের কাছ থেকে প্রাপ্তি ঘটেছে অনেক। অপরাহ্নের তির্যক সোনালী আলোয় ঘরের মামুলী কোনে দেখা আত্ম-প্রতিকৃতির ছায়া, ‘বিরতি’ আর ‘ধীরতা’র মাধূর্য্যের সংগে পূনর্বার পরিচয় করিয়েছে, আকাশ দেখার অবকাশে অবারিত অসীমের আহবান শুনতে পেয়ে বিশ্ব-প্রকৃতির ‘সামান্য’ এক অস্তিত্ব হিসেবে অনিত্যতার উপলব্ধি ঘটিয়েছে। ভবিষ্যতের অভিযাত্রায় সমাজ ও সভ্যতা এইসব উপলব্ধির পাথেয় নিয়েই অগ্রসর হবে।

---

[১] The dialectics of outside and inside; The Poetics of Space, Gaston Bachelard, 1964